যুগান্তর

তারিখ ... 8 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা 6 ... কলাম 8 ...

ক্যামব্রিয়ান কলেজের শিক্ষকের দায়িত্বহীনতায় বিপাকে ঢাকা বোর্ড

যুগান্তর রিপোর্ট

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল ঘোষণার আর মাত্র দুই সপ্তাহ বাকি। কিন্তু পরীক্ষক ক্যামব্রিয়ান কলেজের এক শিক্ষকের দায়িত্বহীনতায় বিপাকে পড়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। দুই মাস আগেই পরীক্ষার খাতা জমা দেয়ার কথা থাকলেও তা জমা দেননি পরীক্ষক। তিনি এতদিন লাপাত্তা ছিলেন। অবশেষে বোর্ড কর্তৃপক্ষ তার খোঁজ পেয়েছে। তার কাছ থেকে ইংরেজি প্রথম পত্রের ৬শ' খাতা উদ্ধার করা হয়েছে।

জানা গেছে, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে এবার উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থী সাড়ে তিন লাখ। খাতার পরিমাণ ৪৫ লাখেরও বেশি। এই খাতার নম্বর মূল্যায়ন শেষ হয়েছে আগেভাগেই। এখন শেষ পর্যায়ে চলছে রেজাল্ট তৈরির হিসাব-

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

ক্যামব্রিয়ান কলেজের শিক্ষকের দায়িত্বহীনতায়

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

নিকাশ। অথচ ইংরেজি প্রথম পত্রের ৬শ' খাতা হিসেবে মিলছে না। কাগজপত্র ঘেঁটে দেখা যায়, ক্যামব্রিয়ান কলেজের শিক্ষক ও পরীক্ষক এএম রেজা বাকের এখনও খাতা জমা দেননি। নিয়ম অনুযায়ী প্রধান পরীক্ষক সরকারি বাঙলা কলেজের শিক্ষক রেহানা মুন্নীও বিষয়টি বোর্ডকে অবহিত করেননি। এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন শুক্রবার বেসরকারি টিভি যমুনা টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়। এ বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের প্রধান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তপন কুমার সরকার জানান, বিষয়টি নিয়ে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। রেজাল্ট তৈরির হিসাব-নিকাশ করতে গিয়ে দেখা যায়, প্রধান পরীক্ষক রেহানা মুন্নীর ৬শ' উত্তরপত্র বোর্ডে জমা হয়নি। এরপর তাকে একের পর এক ফোন দিয়েও পাচ্ছিলাম না। একপর্যায়ে তিনি জানালেন, ক্যামব্রিয়ান কলেজের শিক্ষক এএম রেজা বাকের উত্তরপত্র তাকে দেননি। এদিকে নিজের পক্ষের সাফাই গাইতে যুগ্মসচিব পদে থাকা স্বামীকে নিয়ে সম্প্রতি বোর্ডে আসেন অভিযুক্ত প্রধান পরীক্ষক রেহানা মুন্নী। ৪ জুলাই বোর্ডের কাছে দেয়া আবেদনে পরীক্ষক এএম রেজা বাকেরের ওপর দোষ চাপিয়েছেন রেহানা মুন্নী। এদিকে রেজা বাকেরকে বোর্ডে ডেকে এনে হতবাক হয়ে পড়েন সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। কারণ ক্যামব্রিয়ানের এ শিক্ষক ৬শ' খাতার কোনোটাই দেখেননি।

ফল প্রকাশের দুই সপ্তাহ আগেও খাতা জমা দেননি

অভিযুক্ত প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চিঠি

রেজা বাকের সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম প্রচণ্ড। বিষয়টি প্রধান পরীক্ষক ম্যাডামকে জানানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমি, আসলে আমি মিসটেক করে ফেলেছি।'

এ বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান সাংবাদিকদের জানান, বিষয়টি খুবই উদ্বেগের। পরীক্ষক কখন খাতা দেখছেন, খাতা দেখা নিয়ে কোনো সমস্যা আছে কিনা তার খোঁজ তো রাখবেন প্রধান পরীক্ষক। কেন খাতা দেখছেন না, কী তার কারণ এটি তো তিনিই দেখবেন-জানবেন। প্রধান পরীক্ষকই তো বিষয়টি দ্রুততার সঙ্গে আমাদের জানাবেন। তিনি বলেন, 'ওই প্রধান পরীক্ষক মনে করেছেন, তিনি জয়েন্ট সেক্রেটারির স্ত্রী। তিনি ভাবছেন যে খাতা না দিলেও তার কিছু হবে না। এ যে তার কত বড় ধৃষ্টতা, তা চিন্তাও করা যায় না। অভিযুক্ত প্রধান পরীক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তি এবং পরীক্ষক রেজা বাকেরকে চাকরিচ্যুত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড।